



34171 - যবে ব্যক্তিশরিকলে লপিত হযছে আল্লাহ্ কিতাকে ক্শমা করবনে? কভিবে সে তার ঈমানকে মজবুত করতে পারে?

প্রশ্ন

আমি জানতে চাই, যবে ব্যক্তি জনেশুনে শরিক করছে আল্লাহ্ কিতাকে ক্শমা করবনে? কনিতু, সে এখন তওবা করে সম্পূর্ণভাবে নিজের জীবন পরবর্তন করতে চায়? এ ব্যক্তির ক্শমা প্রার্থনা কভিবে সম্পন্ন হতে পারে? সে ব্যক্তি কভিবে বুঝতে পারবনে যে, তাকে ক্শমা করে দেওয়া হযছে? সে কভিবে তার ঈমানকে মজবুত করতে পারে; যাতে করে হালালটা পালন করতে পারে এবং হারাম থেকে বরিত থাকতে পারে? আমার অনেকে মানসিক সমস্যা আছে, যগুলো আমাকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় এবং আমার উপর প্রতিনিধকতা তরৌ করে। আমি উপদশে ও আল্লাহ্ হদোয়তেরে মুখাপকেষী।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ্ তাআলা জানয়িছেনে যে, তিনি তওবাকারীর ও তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারীর সকল গুনাহ মাফ করে দবিনে। তিনি বলনে, বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজদেরে প্রতি অবচির করছে আল্লাহ্ অনুগ্রহ হতে নরিশ হয়ো না; নশিচয় আল্লাহ্ সমস্ত গনোহ ক্শমা করে দবিনে। নশিচয় তিনি ক্শমাশীল ও পরম দয়ালু।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

বশিষেভাবে শরিক থেকে তওবা করা ও সে তওবা কবুল হওয়ার প্রসঙ্গে এসছে, আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “এবং তারা আল্লাহ্ সাথে কোন উপাস্যকে ডাকে না। আর আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নশিধে করছেনে, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভচির করে না; যবে ব্যক্তি এগুলো করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কয়িমতরে দিনি তার শাস্তি বর্ধতিভাবে প্রদান করা হবে এবং সখোনে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ নকে দ্বারা পরবর্তন করে দবিনে। আর আল্লাহ্ ক্শমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা ফ্বুরকান, আয়াত: ৬৮-৭০]

আল্লাহ্ তাআলা খ্রিস্টানদেরে শরিক ও কুফরেরে কথা উল্লেখ করার পর তাদেরকে তওবা করার আহ্বান জানয়িছেনে। তিনি বলনে: “তারা অবশ্যই কুফরী করছে যারা বলে, ‘আল্লাহ্ তো তিনিরে মধ্যে তৃতীয়। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নহে। আর তারা যা বলে তা থেকে বরিত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীর উপর অটল থাকবে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি



স্পর্শ করবে। তবে কিতারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তাকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা মায়াদা, আয়াত: ৭৩-৭৪]

গুনাহ্ যত বড় হোক না কনে আল্লাহর ক্ষমা, মহানুভবতা ও অনুগ্রহ তার চয়ে বড়।

অতএব, আপনার কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া। কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। পুনরায় সসেব কর্মে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া। তবে, আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ, রহমত ও তাওফিকপ্রাপ্তির সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কারণ ইসলাম পূর্বের সকল গুনাহ্ ধ্বংস করে দেয়। যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বনি আস (রাঃ) কে বলছিলেন: “হে আমার! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়।”[সহিহ মুসলিমি (১২১) ও মুসনাদে আহমাদ (১৭৮৬১)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “গুনাহ্ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত যার গুনাহ্ই নাই।”[সুনানে তিরমিযি, আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

বান্দা যদি তওবা করে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন, তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর তিনিহি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মচোন করেন।”[সূরা শুরা, আয়াত: ২৫] তিনি আরও বলেন: “আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতিযে তওবা করে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারপর সৎপথে অবচিল থাকে।”[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৮২] তাই বান্দার কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা, তওবা কবুল হওয়ার আশা রাখা। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমিতমেন।”[সহিহ বুখারী (৭০৫৫) ও সহিহ মুসলিমি (২৬৭৫)] মুসনাদে আহমাদ (১৬০৫৯) এ সহিহ সনদে এসছে- “আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমিতমেন। অতএব, বান্দা আমার প্রতি যমেন ইচ্ছা তমেন ধারণা পোষণ করুক।”

আর ঈমান মজবুত করা: সটো বশে কিছু বিষয়ের মাধ্যমে হতে পারে; যমেন-

১। বশে বশে আল্লাহর যিকির করা ও তাঁর কতিব তলোওয়াত করা এবং তাঁর নবীর প্রতি বশে বশে দুরুদ পাঠ করা।

২। ফরয ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা এবং বশে বশে নিফল ইবাদত করা; যাতে করে বান্দা আল্লাহ্ মহব্বত লাভে সফল হতে পারে। যার ফলে বান্দা তাওফিকপ্রাপ্ত হবে। যমেনটিনবী হাদিসে এসছে-

“আল্লাহ তাআলা বলেন- যে ব্যক্তি আমার কোন ওলরি সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমিতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি। আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছে তা দ্বারাই সে আমার অধিক নকৈট্য লাভ করে। আমার বান্দা নিফল ইবাদতের মাধ্যমেও আমার নকৈট্য হাছলি করত থাকে। অবশেষে আমিতাকে ভালবাসি। যখন আমিতাকে ভালবাসি তখন আমিতার করণ হয়ে যাই, যা দয়ি সে শুনবে। আমিতার চক্ষু হয়ে যাই, যা দয়ি সে দেখবে। আমিতার হাত হয়ে যাই, যা দয়ি সে ধরে। আমিতার পা হয়ে



যাই, যবে পা দয়িবে সবে চলাফরো করে। সবে আমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করে, আমিতাকে তা দই। সবে যদি আমার নকিট আশ্রয় চায়, তাহলে আমিতাকে আশ্রয় দই। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬১৩৭]

৩। সংকর্মশীলদের সংশ্রবে থাকা। যারা তাকে নকীর কাজে সহযোগিতা করবে এবং বদ কাজ থেকে দূরে রাখবে।

৪। পূর্ববর্তী সংকর্মশীল নকেকার আলমে, যাহদে (দুনিয়াবরিগী), ইবাদতগুজার ও তওবাকারীদের জীবনী পড়া।

৫। পাপরে কথা মনে করয়িবে দয়ে কথিবা পাপরে দকিবে ডাকে এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকা।

সর্বপর, ঈমান মজবুত হয় নকে আমলের মাধ্যমে এবং বদ আমল পরহির করার মাধ্যমে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে আপনাকে তাওফকি দনে, আপনার তওবা কবুল করে ননে এবং আপনার অন্তরকে সঠিক পথে পরচিলতি করনে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।